**ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে ভালো নম্বর পেতে কতিপয় নির্দেশনা**

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা রইল।

তোমাদের পরীক্ষার আর বেশী সময় বাকী নেই। সামনের অল্প সময়ে ভালো একটা প্রস্তুতি নাও এ কামনা করি। অভিভাবক, শিক্ষক ও শুভাকাক্সক্ষীদের প্রত্যাশা রয়েছে তোমাদের কাছে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার। পরীক্ষা একেবারে কাছে চলে আসায় হয়ত কিছুটা বাড়তি চিন্তা, আশংকা, ভয় তোমাদের মধ্যে কাজ করতে পারে-এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরীক্ষায় কী প্রশ্ন আসবে, কীভাবে আসবে, কমন থাকবে কিনা, লিখতে পারব তো-এসব অগ্রিম চিন্তা বাদ দিয়ে টেনশন ফ্রি থাকার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তোমার জানা উত্তরগুলোর পুরোটাই সঠিকভাবে লিখতে পার।

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি অনেকের কাছে কঠিন মনে হলেও এটি আসলে তেমন কঠিন তো নয়ই উপরন্ত এ বিষয়ে আমরা বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারি। মনোযোগ ও যত্ন সহকারে পড়া এবং বিষয়টিকে আয়ত্বে আনতে পারলে ভালো রেজাল্ট আসবে। তোমরা তোমাদের ব্যবসায় উদ্যোগ পরীক্ষার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে ১২ টি অধ্যায় রয়েছে। যা থেকে সৃজনশীল ১১ টি প্রশ্ন থাকবে। তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে, তোমাদের বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় থেকে কমপক্ষে ১ টি করে প্রশ্ন থাকার সম্ভাবনা। যা থেকে তোমাকে ৭ টি সৃজনশীলের উত্তর করতে হবে। সেহেতু তোমরা খুব সহজেই ছোট অধ্যায়সমূহ তথা প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ লক্ষ্য রেখে ওই অধ্যায়গুলো শেষ করবে। চতুর্থ অধ্যায়টি যেহেতু বড়, ওখান থেকে ২ টি সৃজনশীল থাকার সম্ভাবনা মনে করে ওই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ ভালোভাবে পড়বে। সৃজনশীল প্রশ্ন কাঠামোতে একটি উদ্দীপক থাকবে। উদ্দীপকটি হবে পাঠ্য বিষয়ের আলোকে তৈরী একটি বাস্তব পরিস্থিতি। এটি কখনও অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, ডায়াগ্রাম, চিত্র, ছবি উদ্ধৃতি বা মন্তব্য ইত্যাদি হতে পারে। ইতিমধ্যে তোমরা অবশ্যই জান জ্ঞানমূলক প্রশ্নটির উত্তর একটি শব্দে বা একটি বাক্যেই শেষ করবে। অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরটি একটি অংশে বা ৫ বাক্যের প্যারা করেও লিখতে পার। প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের আলোকেই ব্যাখ্যা করবে এবং বিবেচ্য বিষয়টি উদ্দীপকে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা তিনটি ধাপে জ্ঞান + অনুধাবন + প্রয়োগসহ ১২ বাক্যে বা কিছু বেশী ব্যাখ্যা করবে। উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে চার নম্বরের বন্টন তোমরা জান, যেখানে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা সবগুলোর ধারাবাহিক সম্মিলনেই তৈরী করতে হবে উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নটির উত্তর। যা ১৫ বাক্যে বা তার চেয়ে সামান্য বেশী হতে পারে। মনে রাখবে, উত্তর প্রদানে অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখে পৃষ্টা ভরলে সময় চলে যাবে, নম্বর পাওয়া যাবে না। ভালো ফলাফলের জন্য কতগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে :

(১) মার্জিনের ব্যবহারঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরীক্ষকের প্রয়াজনে উত্তরপত্রে মার্জিন দেয়া আবশ্যক। উত্তরপত্রের উপরে ও বামপাশে ১ (এক) ইঞ্চি সমপরিমান জায়গা রেখে মার্জিন দিতে হবে।

(২) প্রশ্নের নম্বর দেয়াঃ যে প্রশ্নের উত্তর লেখা হচ্ছে তার নম্বর খাতায় সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। প্রশ্নপত্রে নম্বর যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে না লিখে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে লিখতে হবে। যেমনঃ ১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (গ), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) নম্বর লিখে তবেই উত্তর দিবে।

(৩) হাতের লেখাঃ পরীক্ষার খাতায় হাতের লেখা যতটা সম্ভব সুন্দর করতে হবে। যাদের লেখা সুন্দর না তাদের চেষ্টা করতে হবে যেন লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়। লেখা যেন পরীক্ষক সহজে পড়তে পারে। লেখায় যেন বাঁকা, কাটাকাটি বা ঘষামাজা এবং কোন প্রকারের ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) সময়ঃ প্রশ্ন পাওয়া মাত্র সময়ক্ষেপণ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করতে হবে। বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা মানেই সম্পূর্ণ উত্তর লেখার সুযোগ হারানো। নতুন পদ্ধতিতে বহুনির্বাচনী পরীক্ষার জন্য রয়েছে ৩০ নম্বর ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য রয়েছে ৭০ নম্বর। ৭০ নম্বরের সৃজনশীল পরীক্ষার ক্ষেত্রে সময় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট বা ১৫০ মিনিট। প্রশ্ন হাতে পেয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করতে ৫মিনিট এবং রিভিশনের জন্য কমপক্ষে ৫মিনিটসহ মোট ১০ মিনিট বাদ দিলে তোমার হাতে থাকে ১৪০ মিনিট। যা ৭ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গড়ে ২০ মিনিট করে সময় পাবে। এজন্য সৃজনশীল উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সময়কে শুরু থেকেই ভাগ করে নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, সব প্রশ্নের উত্তরই নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে।

(৫) রিভিশন দেওয়াঃ সব সময় ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় হাতে রেখে লেখা শেষ করার চেষ্টা করবে। যাতে ঐ পুরো সময় খাতা রিভিশন দেওয়া যায়। বেশ কিছু ভুল তাতে সেরে নেওয়া যায়। মনে রাখবে সামান্য একটি অক্ষর বা ভুলের জন্য সম্পূর্ণ নম্বর কাটা যেতে পারে।

সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা, সঠিকভাবে প্রস্তুতি নাও। পরীক্ষার দিন বড়দের দোয়া নিয়ে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পরীক্ষা দিতে যাবে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ব্যবহৃত কলম, সাইন পেন, স্কেল, পেনসিল, হাতঘড়ি, প্রবেশ পত্র, রেজি: কার্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে একটি বক্সে রাখবে।

পরিশেষে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও। কাক্সিক্ষত সাফল্য তোমাদের হাতের নাগালেই আছে। অভিভাবক, শুভাকাক্সক্ষী ও শিক্ষক হিসেবে সব সময় তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

এইচ. এম. মতিউর রহমান

সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-২০১৮

পটুয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,

 পটুয়াখালী।